ছোটকা’

যুথিকা বড়ুয়া

একাগ্রহে সংসার ধর্ম পালন করতে করতে কখন যে যৌবন পেরিয়ে এসেছি, বুঝতে পারিনি! কোথায় হারিয়ে গেছে শৈশব ও কৈশোরের উচ্ছাস-উদ্দীপণার রঙ্গিন স্বপ্নে ভরা সেই দিনগুলি! পার হয়ে গিয়েছে কতগুলি বসন্ত! সময় কখনো থেমে থাকেনা। কারো জন্য অপেক্ষাও করেনা।

প্রবাসীর দৈনন্দিন জীবনে আমাদের সকলকেই কিছু ব্যস্ততা আর প্রতিকূলতার মধ্যেই দিন কাটাতে হয়। যখন ঋতুর মতো আমাদের বিবর্তন জীবনধারায় প্রবাহিত হয়, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা। অথচ কোনটাই চিরস্থায়ী নয়! সবই ভাগ্যবিধাতার পরিচালনায় চলতে থাকে। ঠেকাবার সাধ্য কার। তথাপি সংসার জীবনের একান্ত কর্তব্যপরায়ণতায় নিরলস দায়িত্ব পালনের শেষে একখন্ড অবসর যখন পাই, তখন গোটা পৃথিবীটাই যেন নিদ্রাদেবীর কোলে ডুবে যায় অচৈতন্যে। আর সেই নীরব, নিস্তব্ধতায় মনটা আনচান করে ওঠে। ইচ্ছে হয়, একান্তে বসে শৈশব ও কৈশোরের আনন্দমুখরিত দিনগুলিকে কাল্পনায় ফিরিয়ে এনে স্মৃতির মণিমেলায় হারিয়ে যেতে। কিন্তু ক্লান্তি দেহের অবসন্নতায় তা আর হয়ে ওঠে না।

সেদিন ছিল থ্যাঙ্কস গিভিং ডে, ছুটির দিন। বিকেলে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পৌছাই, নিকটস্থ অন্টারিও লেকে। হঠাৎ শুনি কাঁন্নার শব্দ। পিছন ফিরে দেখি, বছর দেড়েকের একটি ছোট্ট শিশুকন্যা ঘ্যান ঘ্যান করে নাকে কাঁন্না কাঁদছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে একজন তরুণ যুবক, আনুমানিক শিশুটির পিতাই হবে, সে তার দুইহাত প্রসারিত করে অত্যন্ত আবেগমিশ্রিত কণ্ঠে বলছে, -
‘কাম অন্ হানি, কাম অন্! হারীআপ!’
শিশুটি তখনও পা-দু’টো ব্যাঁকা করে, গাল ফুলিয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে। মাথা নেড়ে বলছে, আসবে না!
লক্ষ্য করলাম, ওর চোখেমুখে অভিমানের ছাপ প্রকট। ভারাক্রান্ত মন। অনুমেয় হলো, কোনো চাহিদা অপূরণের কারণেই সে অভিমান করেছে।
তার পরই দেখি, যুবকটি একটি খেলনা পুতুল হাতে নিয়ে শিশুটির দৃষ্টি আকর্ষণের আপ্রাণ চেষ্টা করছে। আর ও’ তক্ষুণি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল ওর পিতাকে। সেটি ছিল, একজন পিতার হৃদয় নিঃসৃত স্নেহ-ভালোবাসা প্রদানের একটি মর্মস্পর্শী দৃশ্য। সে এক অপূর্ব অনুভূতি!

বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। আর তক্ষুণিই প্রতিবিম্বের মতো মনের পর্দায় ভেসে উঠল, সদা হাসোৎজ্জ্বল আমার ছোটকাকুর দ্বীপ্তিমান মুখখানা। যেদিন স্নেহ-ভালোবাসার মোহে অন্ধ হয়ে নিজের সর্বণাশ ডেকে এনে কাকু ছুটে গিয়েছিলেন, জীবনের অনিবার্য পরিণতি, সেই ভয়াবহ মৃত্যুকূপে।

চকিতে হারিয়ে গেলাম স্মৃতির মণিমেলায়। মনে পড়ে গেল, কৈশোর ও যৌবনের প্রতিটি দিনের এক একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। যা আজও আমাকে কাঁদায়।

আমার কাকু ছিলেন, হাসি খুশীভরা উদার একজন মানুষ। কিন্তু বিধির বামে তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। আমরা চার ভাই-বোনই ছিলাম, কাকুর ভবিষ্যৎ, আশা-ভরসা-অবলম্বন সব! বিশেষ করে আমার ছোটবোন মিনুই ছিল কাকুর চোখের মণী, কলিজার টুকরা! মুহূর্তের জন্যও কখনো চোখের আড়াল করতেন না। ছুটির দিনে বেশীরভাগ বাড়িতেই থাকতেন। আমাদের সঙ্গ দিতেন। অবসরে ঠাকুরমার ঝুলির গল্প শোনাতেন। কখনো ক্লান্ত হতেন না। আমরাও মনোযোগ সহকারে শুনতাম। অসম্ভব ভালোবাসতেন আমাদের, স্নেহ করতেন। মিনুর দেখাদেখি আমরাও **‘ছোটকা’** বলে ডাকতাম। মিনুতো ছোটকা বলতেই অজ্ঞান। সন্ধ্যে হলেই উতলা হয়ে উঠত। পথ চেয়ে বসে থাকতো ছোটকার অপেক্ষায়। আর সাড়া পেলেই ছুটে যেতো সদর দরজার গোঁড়ায়। ছোটকা প্রতিদিন ফিরতি পথে চকলেট, পেস্তা-কাজু বাদাম, গরম গরম জিলিপী কিছু না কিছু নিয়ে আসতেন। কখনো ভুল হতো না। মন-প্রাণ উজার করে বিলিয়ে দিতেন আমাদের মাঝে। কিন্তু মিনুর জন্য সব সময়ই ছিল, একটু স্পেশাল। তেমনি ছিলেন শৌখীন মানুষ। প্রত্যেক পূজা-পার্বণ কিংবা উৎসব-অনুষ্ঠানে টুইনবেবীর মতো একই রঙের, একই ডিজাইনের সুন্দর সুন্দর পোশাক আমাদের চার-ভাইবোনকে উপহার দিতেন।

আমার আজও স্পষ্ট মনে পড়ে, তখন চৈত্র মাসের মাঝামাঝি প্রায়। প্রতিদিন কাল -বৈশাখীর ঝড় উঠত। মুসলধারে বৃষ্টি হতো। সেদিনও সকাল থেকে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। হৃদ কাঁপানো গুড়ুম গুড়ুম মেঘের গর্জন। বিদ্যুতের বাঁকা ঝিলিক। তুফানী পবন। বৃষ্টিও পড়ছিল গুঁড়িগুঁড়ি। চারদিকটা কুয়াশার মতো শুভ্র আবরণে ছেয়ে গিয়ে দেখাই যাচ্ছিল না কিছু। এমতবস্থায় মিনু বায়না ধরলো, ও' ঘোড়ার পিঠে চড়বে। ওকে টাট্টু ঘোড়া এনে দিতে হবে, এক্ষুণিই!

ছোটকা পড়ে গেলেন বিপাকে। কিন্তু মিনুর একান্ত পীড়াপীড়িতে অমত করলেন না। অমত করলেন না শুধুমাত্র মিনুকে খুশী করবার জন্য। তাতেই ছিল, ছোটকার আনন্দ, মনের তৃপ্তি, জীবনের সার্থকতা।
ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ছোটকা তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি থেকে। কিন্তু সেই যে বর্ষণমুখর নির্জন দুপুরে বেরিয়ে গেলেন, আর ফিরে আসেন নি! আনুমানিক বোধগম্যের অভাবে মেঘলা দিনের আলো আঁধারিতে চলন্ত ট্রেনের ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েছিলেন, রেললাইনের সংলগ্ন কচুবনের গভীরে। সেখানেই নির্মমভাবে ঘটে যায়, ছোটকার জীবনাবসান।
এদিকে নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, দুঃশ্চিন্তায় বাড়ির সবাই অস্থির। জলজ্যান্ত একটা মানুষ, হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল কোথায়!
তার ঠিক তিনদিন পর, রেলওয়ের অফিস থেকে জানা যায়, ছোটকার মৃত্যু সংবাদ।

সেদিন অন্টারিও লেকের ধারে বসে খুশীর প্রলেপ মাখানো ছোটকার মুখচ্ছবি চোখের পর্দায় ভেসে উঠতেই গহীন বেদনানুভূতির তীব্র দংশনে দু'চোখের অবিশ্রান্ত শ্রাবণধারায় হৃদয়ের দুকূল প্লাবিত হতে লাগল। পারিনি সম্বরণ করতে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে। প্রচন্ড পীড়া দিলো আমার মুমূর্ষ্যু হৃদয়কে। নতুন করে উপলব্ধি করলাম, ছোটকার আদর-স্নেহ-ভালোবাসা, যেখানে এতটুকু খাদ ছিলনা। কার্পণ্যতা ছিলনা। ছিলনা লাভ-ক্ষতির কোনো হিসেব-নিকাশ। ছোটকার মন-প্রাণ উজার করা সেই অকৃত্রিম আদর-স্নেহ-ভালোবাসা, যা প্রাত্যহিক জীবনে আমার স্মৃতির পথে চির অম্লান পাথেয় হয়ে থাকবে।

সমাপ্ত

যুথিকা বড়ুয়াঃ কানাডার টরন্টো প্রবাসী লেখক ও সঙ্গীত শিল্পী।
guddi_2003@hotmail.com